সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত

সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৩	০২	০১	-	-	০৩	৭২ মাস (৩০০%) ২ মাস (১২%)	-	-

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ**

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ০৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

সমাপ্ত ৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি প্রকল্পেই মূল অনুমোদিত ব্যয় অপরিবর্তিত থাকলেও ৩টি প্রকল্পেই বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

ক্রয়সংক্রান্ত জটিলতা, কারিগরী বিভিন্ন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষন প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা - এসব কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যা	সুপারিশ
১ বর্ষা মওসুমে লালবাগ কেল্লায় লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালানো হচ্ছে; ফলে শো এর জন্য স্থাপিত মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও লাইটসমূহ কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে থাকছে। ঝড়-বৃষ্টিতে এগুলো নষ্ট হতে পারে বা এর লাইফ টাইম কমে যেতে পারে।	১ বর্ষা মওসুমে লালবাগ কেল্লায় লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালানোর ফলে যন্ত্রপাতির সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক শো চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
২ লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ গেটের পেছনে রাস্তার অপরদিকে অবস্থিত বাড়ি থেকে আসা লাইটের আলো শো এর জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। লাইট এন্ড সাউন্ড দিয়ে তৈরী আবহের মধ্যে এই অবাঞ্চিত আলো শো এর কাংখিত আবহটিকে বাঁধাগ্রস্ত করে।	২ লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ গেটের পেছনে রাস্তার অপরদিকে অবস্থিত বাড়ি থেকে আসা লাইটের আলো বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩ লাইব্রেরী সিলেকশন/মনিটরিং কার্যক্রমে যথাযথ ক্রাইটেরিয়া অনুসরণের কিছু ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে।	৩ ভবিষ্যতে লাইব্রেরী নির্বাচনে বিদ্যমান ক্রাইটেরিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
৪ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর প্রায় দেড় বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হলেও ৪২৪টির মধ্যে ৯৭টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সরকারি অনুদান ব্যবহারের স্বপক্ষে বিল ভাউচার জমা হয়নি।	৪ দ্রুত ৯৭ টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সরকারি অনুদান ব্যবহারের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় বিল ভাউচার সংগ্রহ করে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

৫	সাতক্ষীরা পাবলিক লাইব্রেরীতে নির্মিত অডিটোরিয়ামের মালিকানা পৌরসভার দায়িত্বে থাকায় তার সংস্কার ও ব্যবহার হচ্ছে না। ফলে এটি ব্যবহার করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে লাইব্রেরীটির নিয়মিত ব্যয় নির্বাহের সুযোগ ব্যহত হচ্ছে।	৫	সাতক্ষীরা পাবলিক লাইব্রেরীর উপর তলায় নির্মিত অডিটোরিয়ামের মালিকানা পৌরসভার নিকট থেকে লাইব্রেরীর নিকট হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহন করে লাইব্রেরীর নিয়মিত ব্যয় নির্বাহের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে।
৬	জাতীয় সংরক্ষণ ম্যানুয়েল আধুনিকায়ন ও বাস্তবায়ন এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল সমন্বিত ও উন্নত করার কথা বলা হয়েছে। এবিষয়ে পরামর্শকগণ প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ তাঁদের রিপোর্ট প্রদান করেছেন যা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ফলে ম্যানুয়্যাল চূড়ান্তকরণের বিষয়টি বিলম্বিত হচ্ছে। তবে সংশ্লিষ্টদের এবিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	৬	জাতীয় সংরক্ষণ ম্যানুয়েল আধুনিকায়ন ও বাস্তবায়ন এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল সমন্বিত ও উন্নত করার কাজটি সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা সে বিষয়টি নিরীক্ষা করে মন্ত্রণালয় দ্রুত তা অনুমোদনের ব্যবস্থা নিয়ে আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

@লালবাগ কেল্লার সংস্কার-সংরক্ষণ ও লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণ এবং মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রাচীন-কীর্তির সংস্কার ও সংরক্ষণA শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন ২০১৩)

১। প্রকল্পের নাম : লালবাগ কেল্লার সংস্কার-সংরক্ষণ ও লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণ এবং মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রাচীন-কীর্তির সংস্কার ও সংরক্ষণ।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের অবস্থান : শিবগঞ্জ, বগুড়া এবং ঢাকা।

৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সংশোধিত			
৯৯৫.০০ ৯৯৫.০০ -	১৩৩২.৬০ ১৩৩২.৬০ -	৮৩০.৯৪ ৮৩০.৯৪ -	০১ জুলাই, ২০০৫ হতে ৩০ জুন ২০০৭	০১ জুলাই, ২০০৫ হতে ৩০ জুন ২০১৩	০১ জুলাই, ২০০৫ হতে ৩০ জুন ২০১৩	-	৭২ মাস (৩০০%)

৬। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৬.১। পটভূমিঃ

ঢাকার লালবাগ দূর্গ, বগুড়ার মহাস্থানগড়, গোকুল মেধ ও বিহার ধাপের পুরাকীর্তিগুলো যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে বিনস্ট হচ্ছে। লালবাগে লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণসহ দূর্গের পুরাকীর্তিগুলো সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং মহাস্থানগড় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার অরক্ষিত প্রত্নস্থলগুলোর ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে জমির মালিকানা সরকার তথা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় আনা এবং প্রত্নস্থলগুলোর সীমানা চিহ্নিত করে বেষ্টনী নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী। উল্লিখিত স্থানসমূহের পুরাকীর্তি সংস্কার সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২। উদ্দেশ্যঃ

ঢাকার লালবাগ দূর্গ, বগুড়ার মহাস্থানগড়, গোকুল মেধ ও বিহার ধাপের পুরাকীর্তিগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং লাইট এন্ড সাউন্ড শোর মাধ্যমে লালবাগের পুরাকীর্তি পর্যটকদের নিকট প্রদর্শনের ব্যবস্থা করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৬.৩। **প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যঃ**

(ক) প্রকল্পটি মোট ৯৯৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ হতে ৩০ জুন ২০০৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১২/১০/২০০৫ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(খ) জুলাই ২০০৫ হতে ডিসেম্বর ২০০৭ মেয়াদে ১০৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়, যার প্রশাসনিক অনুমোদন ০৯/০৭/২০০৬ তারিখে জারি করা হয়।

(গ) ০১/০৬/২০০৮ তারিখে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন ২০০৭ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

(ঘ) গত ০৪/০৫/২০০৯ তারিখে প্রকল্পটির আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়।

(ঙ) ২৪/০৬/২০০৯ তারিখে ২য় বার ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন ২০০৯ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

(চ) প্রকল্পটি ১৩৩২.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৫ হতে ডিসেম্বর ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৬/০১/২০১১ তারিখে ২য় বার সংশোধন অনুমোদিত হয়।

(ছ) ১৫/০২/২০১২ তারিখে ৩য় বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১১ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

(জ) ২৭/০৮/২০১২ তারিখে ৪র্থ বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন ২০১২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

(ঝ) সর্বশেষ ২৪/০৩/২০১৩ তারিখে ২য় বারের মতো প্রকল্পটির আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়।

৭। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে- পরামর্শক সেবা, মহাস্থান গড়ে ভূমি অধিগ্রহণ, প্রাচীন স্থাপনা সংস্কার-সংরক্ষণ, লালবাগ কেল্লায় মটর পাম্প স্থাপন, সাব-স্টেশন স্থাপন, লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণ কাজের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় এবং স্থাপন ইত্যাদি।

৮। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদ কাল	
		শুরু	শেষ
১।	জনাব মো. শফিকুল আলম, মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	০১/০৭/২০০৫	০১/০১/২০০৯
২।	জনাব খন্দকার জাহিদুল করিম, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকৌশলী, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	১২/০১/২০০৯	৩০/০৬/২০১৩

৯। প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ এবং অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি সংস্থান ও লক্ষ্যমাত্রা			অবমুক্ত টাকা	মোট ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০০৫-০৬	১০৫.০০	১০৫.০০	-	১০২.২৫	১০১.৮৪	১০১.৮৪	-
২০০৬-০৭	৫০০.০০	৫০০.০০	-	৪০৫.২২	২১২.৭৫	২১২.৭৫	-
২০০৭-০৮	২০০.০০	২০০.০০	-	৮৩.৭৫	২৮.৫২	২৮.৫২	-
২০০৮-০৯	৫০.০০	৫০.০০	-	৫০.০০	২৯.০৪	২৯.০৪	-
২০০৯-১০	৫০.২৫	৫০.২৫	-	৫০.২৫	২৭.৫২	২৭.৫২	-
২০১০-১১	৫৪.০০	৫৪.০০	-	৫৪.০০	৩৬.৮৯	৩৬.৮৯	-
২০১১-১২	৮০.৮২	৮০.৮২	-	৮০.৮২	৮০.৭৯	৮০.৭৯	-
২০১২-২০১৩	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৩১৩.৫৯	৩১৩.৫৯	-
মোট	১৪৪০.০৭	১৪৪০.০৭	-	১২২৬.২৯	৮৩০.৯৪ (৫৮%)	৮৩০.৯৪	

১০। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

Name of works (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial (%)	Physical (Quantity)
1	2	3	4	5	6
Revenue					
Pay of officer	3 Person	6.41	3 Person	-	-
Pay of Employee	4 Person	4.80	4 Person	-	-
Allowances	LS	0.79	LS	-	-
T.A	LS	0.65	LS	-	-
Others (Institution)	-	0.00	-		-
Postal	LS	0.35	LS	-	-
Telephone	LS	0.50	LS	-	-
Electricity	LS	0.40	LS	-	-
Purchase of fuel	LS	1.25	LS	0.75 (60%)	LS
Publication	LS	1.63	LS	1.63 (100%)	LS
Stationers	LS	5.50	LS	5.42 (98%)	LS
Consultancy for Light & SoundShow	LS	50.00	LS	32.51(65%)	LS
Charges of Various Committees	LS	7.00	LS	6.55 (94%)	LS
Other expenditure	LS	10.37	LS	8.16 (79%)	LS
Computer & office accessories	LS	1.75	LS	1.75 (100%)	LS
Maintenance Generator, equipments	LS	0.75	LS	0.75 (100%)	LS
Block Allocation	LS	15.00	LS	4.51 (30%)	LS
Capital:					
Electric Motor cycle	No	1.25	2 Nos	1.25 (100%)	2 Nos(100%)
Photo copier machine	No	1.80	1 No	1.80 (100%)	1 No(100%)
Computer with printer	No	1.20	2 Nos	1.20 (100%)	2 Nos(100%)
Furniture	LS	1.00	LS	1.00 (100%)	LS
Electric instrument	Set	0.40	2 Set	0.40 (100%)	2 Set(100%)
Fax machine with telephone	No	0.50	2 Nos	0.50 (100%)	2 Nos(100%)
Land and other asset of acquisition	hector	284.00	20.27 hector	278.39 (98%)	20.27 hector (100%)
Development of Land	LS	2.99	LS	2.99 (100%)	LS
Construction Work	LS	111.57	LS	111.57(100%)	LS
Over head tank and water tank	LS	65.48	LS	62.80 (96%)	LS
Electric work	LS	755.26	LS	307.01 (41%)	LS
Total		1332.60		830.94 (62.35%)	

১১। অব্যয়িত অর্থঃ

প্রতি অর্থবছরে অব্যয়িত অর্থ সমর্পন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে অব্যয়িত অর্থ সমর্পন সংক্রান্ত নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং নিময়মানুযায়ী তা সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। পিসিআরে অর্থ সমর্পন করার পত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

১২। কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ

পিসিআর ও পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১৩। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিবরণঃ**

১৩.১ **লাইট ও সাউন্ড শো'র জন্য পরামর্শ সেবাঃ** লাইট ও সাউন্ড শোর জন্য পরামর্শ সেবা খাতে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩২.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪ জন মাস ভিত্তিতে দেশিয় পরামর্শকের (বুয়েট) পরামর্শ সেবা নেয়া হয়েছে। ।

১৩.২ **ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ অধিগ্রহণঃ** ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ অধিগ্রহণ খাতে ২৮৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে মহাস্থানগড়ে ২৭৮.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০.২৭ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ।

১৩.৩ **নির্মাণ কাজঃ** নির্মাণ খাতে ১১১.৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের পুরোটাই ব্যয়িত হয়েছে। এই অর্থ দিয়ে লালবাগ ও মহাস্থানগড়ে ওজুখানা, পাবলিক টয়লেট, পাথওয়ে, আরসিসি বেঞ্চ, পিকনিকের জন্য শেড, গোকুল মেধে বাউন্ডারী প্রাচীর, গেট, টিকেট কাউন্টার, খননকাজ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সংরক্ষণ ও রেস্টোরেশন ওয়ার্ক ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৩.৪ **ওভারহেড ট্যাংক ও ওয়াটার ট্যাংকঃ** টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী লালবাগ ও মহাস্থানগড়ে ৬৫.৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬২.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওভারহেড ট্যাংক ও ওয়াটার ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।

১৩.৫ **বৈদ্যুতিক কাজঃ** বৈদ্যুতিক কাজ বাবদ ৭৫৫.২৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এই অর্থে মূলত লাইট এন্ড সাইন্ড শোর জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি- তার, বিভিন্ন ধরনের শব্দযন্ত্র ও লাইট, কন্ট্রোল বোর্ড, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি কেনা ও ইন্সটল করা হয়েছে। এখাতে খরচ হয়েছে ৩০৭.০১ লক্ষ টাকা।

১৩.৬ এছাড়া জ্বালানী, প্রকাশনা, স্টেশনারী, কম্পিউটার ও অফিস এক্সেসরিজ, জেনারেটর, ইকুইপমেন্ট, ইলেকট্রিক মোটর সাইকেল, ফটোকপিয়ার, কিছু ফার্নিচার, ফোনসহ ফ্যাক্স, প্রিন্টারসহ কম্পিউটার ও অন্যান্য খাতে সংস্থানকৃত অর্থের মধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে।

১৩.৭ এই প্রকল্পে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, যাতায়াত, ডাক,টেলিফোন, বিদ্যুত প্রভৃতি খাতে মোট ১৩.৯০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু এসব খাতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

১৪। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

এই প্রকল্পে ক্রয় কার্যক্রমেই মূলত সময় ব্যয় হয়েছে, যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরী হয়েছে। লাইট এন্ড সাউন্ড শো'র মতো নতুন ও কারিগরী দিক দিয়ে জটিল বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাবে এসব যন্ত্রপাতি কেনা ও স্থাপন করার জন্য অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পেতে বিলম্ব হয়েছে। মূলত এই কাজের জন্য পাঁচবার দরপত্র/প্রস্তাবনা আহবান করতে হয়েছে। প্রাপ্ত দরপত্রগুলো হতে ২টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ হয় এবং তন্মধ্যে প্রজেক্ট বিল্ডার্স লিঃ কার্যাদেশ পায়। কিন্তু তারা মালালামাল সরবরাহকালে স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত পণ্য সরবরাহ করে, ফলে ২০০৮ সালে তাদের চুক্তিপত্র বাতিল করা হয়। আবার ২০০৮ সালে দরপত্র আহবান করা হলে ২টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করলেও উভয়েই ননরেসপন্সিভ হয়। এরপর ২৩/০৮/২০০১১ তারিখে লাইট এন্ড সাউন্ড শো এর জন্য দাখিলকৃত স্ক্রিপ্টের আলোকে বুয়েটের পরামর্শক দ্বারা প্রস্তুতকৃত শিডিউল অনুযায়ী তৃতীয়বারের মত দরপত্র আহবান করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারী চারটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠানই ননরেসপন্সিভ হয়। পরবর্তীতে ২৯/০৩/২০১২ তারিখে পুনরায় দরপত্র প্রকাশ করা হলে আবারো অংশগ্রহণকারী ২টি প্রতিষ্ঠানই ননরেসপন্সিভ হয়। সর্বশেষ ০২/১০/২০১২ তারিখে দরপত্র আহবান করা হলে প্রাপ্ত পাঁচটি দরপত্র হতে চুড়ান্তভাবে 'ক্রিয়েশনস আনলিমিটেড' ও 'রুটস ইন্টারন্যাশনাল' নামক দুটি প্রতিষ্ঠান রেসপন্সিভ বিবেচিত হয় তন্মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে ক্রিয়েশনস আনলিমিটেড কার্যাদেশ পায়। দীর্ঘদিনব্যাপী চলা ক্রয়কার্যক্রমের শুরুতে পিপিআর এর বাধ্যবাধকতা না থাকলেও বিধিমালা জারি হবার পর থেকে ক্রয়কার্যক্রমে পিপিআর মানা হয়েছে মর্মে তথ্যাদি পাওয়া যায়।

১৫। পরিদর্শন বর্ণনাঃ

“লালবাগ কেল্লার সংস্কার-সংরক্ষণ ও লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণ এবং মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রাচীন-কীর্তির সংস্কার ও সংরক্ষণ’’ শীর্ষক প্রকল্পটি বগুড়া’র মহাস্থানগড় ও ঢাকার লালবাগ এই দু’টি স্থানে বাস্তবায়িত হয়েছে। মহাস্থানগড় অংশে মূলত ভূমি অধিগ্রহণ, বাউন্ডারী, পাথওয়ে, টয়লেট ইত্যাদি নির্মাণ এবং রেস্টোরেশন কাজ করা হয়েছে, যা আইএমইডির কর্মকর্তা কর্তৃক ২৫/০৫/২০১২ তারিখে পরিদর্শিত হয়েছে। লালবাগ অংশে লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণ সহ রেস্টোরেশন, সংস্কার, আর্থওয়ার্ক, পানির ট্যাংক, পাথওয়ে, জেনারেটর রুম, ওজুখানা ও টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে গত ১৭/০৭/২০১৪ তারিখে ঢাকার লালবাগ এবং ২০/০৮/২০১৪ তারিখে প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, এই প্রকল্পটি কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী এবং নতুন। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো লাইট এন্ড সাউন্ড শো এই প্রকল্পের মাধ্যমে চালু করা হয়েছে। এই ধরণের শো বিশ্বের কম জায়গাতেই চালু আছে। প্রথমবারের মতো এই কাজ করতে গিয়ে অনেক ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই ধরণের শো চালুকরনের বিষয়ে আমাদের কারিগরী দক্ষতা বা সক্ষমতা ছিলনা। প্রকল্পের বেশিরভাগ কাজ সময়মতো হয়ে গেলেও লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালু করতে গিয়ে অনেক সময় ব্যয় হয়েছে। ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী সময়মতো কাজ বাস্তবায়িত হয়নি। বারবার প্রকল্পের মেয়াদ বাড়াতে হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এই কাজটি আমাদের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ ছিল, দেরিতে হলেও কাজটি সমাপ্ত করতে পেরেছি এবং এই শো সবার কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

লালবাগ কেল্লা পরিদশর্নে দেখা যায় যে এই প্রকল্পের আওতায় এখানে পানির ট্যাংক, ওজুখানা, জেনারেটর ও কন্ট্রোল রুম নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে প্রায় দু’শ মিটারের মতো আর্থওয়ার্ক করা হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণগেট, দেয়াল, সেনা ব্যারাকসহ বেশকটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের রেস্টোরেশন ও প্রিজারভেশন ওয়ার্ক করা হয়েছে। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে দক্ষিণ গেটের নির্মাণ কাজের কিছু জায়গায় প্লাস্টার ওঠে গেছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে এই কাজ গুলো প্রায় পাঁচ বছরের পূর্ব করা হয়েছে এবং বর্তমানে কয়েকটি জায়গায় প্লাস্টার খসে গেছে। এটি দ্রুত মেরামত করা হবে বলে তিনি জানান। এছাড়া তিনি বলেন যে, এই বিশেষ ধরনের রেস্টোরেশন এবং প্লাস্টার সময়ের সাথে সাথে কিছুটা ক্ষয় হয় এবং তা নিয়মিতভাবে রেস্টোরেশন করা হয়।

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, লালবাগ কেল্লায় জেনারেটর রুমের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে গেছে ফলে মূল্যবান জেনারেটরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে মনে হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান এটি দ্রুত মেরামত করা হবে। লালবাগে স্থাপিত লাইটিং এবং সাউন্ড ইকুইপমেন্টগুলো নিয়মিতভাবে চালানো হচ্ছে এবং সেগুলি সচল অবস্থায় আছে।এখানে প্রতিদিনই প্রায় ০৩টি করে শো হচ্ছে এবং যথেষ্ট লোকসমাগম ঘটছে। পরিদর্শনের দিন সন্ধ্যাবেলায় শোটি দেখা হয় । লাইট এন্ড সাউন্ড শোটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক ও মনোগ্রাহী এবং একই সাথে শিক্ষামূলক হয়েছে বলা যায়। সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের সমৃদ্ধ চিত্রনাট্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সাস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব আসাদুজ্জামান নূর ও শিমূল ইউসুফের হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠের বর্ণনা শোটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এই শো দেখতে প্রচুর মানুষ ভীড় করছে এবং ছুটির দিনগুলোসহ অন্যান্য দিনেও ০৩টি করে শো চালাতে হচ্ছে। এ থেকে যথেষ্ট আয় হচ্ছে। গত মাস পর্যন্ত প্রায় ৮১৫০০ জন দর্শক শোটি দেখেছেন যাতে আয় হয়েছে প্রায় ১৬.৩০ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, টিকিটের মূল্য জনপ্রতি ২০ টাকা।

লালবাগ কেল্লার সমৃদ্ধ ইতিহাস এই লাইট এন্ড সাউন্ড শো’র মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দন ও হৃদয়গ্রাহী করে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। জনগণকে ইতিহাস ঐতিহ্য আর সমৃদ্ধ বাঙালী সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে এরকম প্রযুক্তি নির্ভর আনন্দদায়ক প্রচেষ্টা খুবই কার্যকরী হতে পারে।

তবে পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ গেটের পেছনে রাস্তার অপরদিকে অবস্থিত বাড়ি থেকে আসা লাইটের আলো শো এর জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। লাইট এন্ড সাউন্ড দিয়ে তৈরী আবহের মধ্যে এই অবাঞ্চিত আলো শো এর সুন্দর আবহটিকে বাঁধাগ্রস্ত করে। এটিকে বন্ধ করা যায় কিনা- এবিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, এই লাইটের বিষয়ে তাদের সাথে বারবার যোগাযোগ করা হয়েছে কিন্তু তাদের কাছ

থেকে ইতিবাচক কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে দক্ষিণ গেটের দিকে শো চলার সময় বড় ধরণের একটি পর্দা দেয়া যেতে পারে যাতে বাইরের জোরালো লাইট শোটিকে বাঁধাগ্রস্ত করতে না পারে ।

লাইট এন্ড সাউন্ড শো মূলত শুষ্ক মওসুমে (অক্টোবর থেকে এপ্রিল) চালানো হয়। কিন্তু এই শো এর জনপ্রিয়তা ও জনগণের কাছে এর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এই শো বর্ষা মওসুমেও চালানো হচ্ছে। ফলে শো এর জন্য স্থাপিত মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও লাইটসমূহ কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে থাকছে। কেননা শো চলাকালিন ঝড়বৃষ্টি হলে তা ঐসব যন্ত্রপাতির ক্ষতি করতে পারে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
ঢাকার লালবাগ দূর্গ, বগুড়ার মহাস্থানগড়, গোকুল মেধ ও বিহার ধাপের পুরাকীর্তিগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং লাইট এন্ড সাউন্ড শোর মাধ্যমে লালবাগের পুরাকীর্তি পর্যটকদের নিকট প্রদর্শনের ব্যবস্থা করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	লালবাগ দূর্গ, বগুড়ার মহাস্থানগড়, গোকুল মেধ ও বিহার ধাপের পুরাকীর্তিগুলো সংরক্ষণের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী রেস্টোরেশন, আর্থওয়ার্ক এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে; সেই সাথে লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালু করা হয়েছে এবং তা পর্যটকদের কাছে নিয়মিতভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে।

১৬.১। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ

সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৭। সমস্যাঃ

১৭.১ প্রকল্পের লালবাগ কেল্লা অংশে দক্ষিণগেটসহ কয়েকটি স্থানে রেস্টোরেশন ও প্রিজারভেশন ওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, দেয়ালের প্লাস্টার ক্ষয়ে গেছে, জেনারেটর রুমের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে গেছে।

১৭.২ বর্ষা মওসুমে লালবাগ কেল্লায় লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালানো হচ্ছে; ফলে শো এর জন্য স্থাপিত মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও লাইটসমূহ কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে থাকছে। ঝড়-বৃষ্টিতে এগুলো নষ্ট হতে পারে বা এর লাইফ টাইম কমে যেতে পারে।

১৭.৩ লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ গেটের পেছনে রাস্তার অপরদিকে অবস্থিত বাড়ি থেকে আসা লাইটের আলো শো এর জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। লাইট এন্ড সাউন্ড দিয়ে তৈরী আবহের মধ্যে এই অবাঞ্চিত আলো শো এর কাংখিত আবহটিকে বাঁধাগ্রস্ত করে।

১৮। সুপারিশঃ

১৮.১ লালবাগ কেল্লায় দক্ষিণগেটসহ কয়েকটি স্থানে রেস্টোরেশন ও প্রিজারভেশন ওয়ার্ক, দেয়ালের প্লাস্টার, জেনারেটর রুমের জানালার কাঁচ প্রভৃতি দ্রুত মেরামত করতে হবে এবং এবিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমইডিকে জানাতে হবে।

১৮.২ বর্ষা মওসুমে লালবাগ কেল্লায় লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালানোর ফলে যন্ত্রপাতির সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক শো চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১৮.৩ লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ গেটের পেছনে রাস্তার অপরদিকে অবস্থিত বাড়ি থেকে আসা লাইটের আলো বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

" বেসরকারি গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জুন, ২০১৩ খ্রিঃ)

১.০ প্রকল্পের নাম ঃ বেসরকারি গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান।
২.০ বাস্ত্মবায়নকারী সংস্থা ঃ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।
৩.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ ঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪.০ প্রকল্পের অবস্থান ঃ দেশের সকল জেলা।
৫.০ প্রকল্প বাস্ত্মবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্ত্মবায়ন কাল	প্রকৃত বাস্ত্মবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্ত্মবায়ন কালের %)
মূল		মূল			
৫৬৭.৮৮	৫২৮.৪৯	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	-	১ বছর (১০০%)

৬.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৬.১ পটভূমি ঃ

দেশের জনগণকে সুশিৰিত ও সুনাগরিক করে গড়ে তোলার ৰেত্রে গ্রন্থাগার হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকরী প্রতিষ্ঠান। এ জন্যই ইউনেস্কো গ্রন্থাগারকে 'গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত ও ফসল' এবং জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলে অভিহিত করেছে। শিৰা প্রতিষ্ঠান থেকে যে শিৰা প্রদান করা হয়ে থাকে সেটা অত্যন্ত্ম সীমিত পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক শিৰামাত্র। কিন্তু ধর্ম, বর্ণ, বয়স নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনগণের জন্য জীবনব্যাপী যে ব্যাপক ও অনানুষ্ঠানিক শিৰা সেটা গ্রন্থাগারই প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া জাতীয় গ্রন্থনীতিতে গ্রন্থাগার স্থাপন, গ্রন্থাগারে অনুদান প্রদান, গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রারিত করাসহ গ্রন্থাগারে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। জাতীয় গ্রন্থনীতির আলোকে দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে পাঠ্যাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যেই প্রকল্পটি বাস্ত্মবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

৬.২ উদ্দেশ্য ঃ

ক) দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন সাধান করা, জ্ঞানভিত্তিক ও সমৃদ্ধশালী উন্নত জাতি গঠন করা, পাঠক সৃষ্টির লৰ্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গ্রন্থ পাঠে উৎসাহিত করা।
খ) একটি দৰ মানব সম্পদ তৈরি করা। এবং
গ) পাঠাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে পাঠকদের সেবা প্রদানের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা ও পাঠকদের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশে গড়া।

৭.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ

"বেসরকারি গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান'' শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্ত্মবায়নের লক্ষ্যে মোট ৫৬৭.৮৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ১৫.৯.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। যথাসময়ে অর্থ প্রাপ্তি না হওয়ায় পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ করা হয়। ডিপিপিতে তালিকাভুক্ত ৩৮০টি মধ্যে ৬৩টি অনুদান গ্রহণে আগ্রহী না হওয়া/প্রাপ্ত তথ্য ঠিক না থাকায় সেগুলো বাদ দিয়ে নতুন আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই করে ১০৭টি বেসরকারি গ্রন্থাগার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং কতিপয় অংগের অন্তঃখাত সমন্বয়ের জন্য বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১২.৬.২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

৮.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুর	মেয়াদ
১)	জনাব রফিক আজাদ পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	০১.০৭.২০১১	৩০.০৬.২০১৩

৯.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ

প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ৪২৪ টি বেসরকারি গ্রন্থাগারে (এর মধ্যে জেলা সদরে ৬০টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩৬৪টি গ্রন্থাগার অন্তর্ভুক্ত) বই ক্রয়ের জন্য অনুদান প্রদান, গ্রন্থাগার ভবনের সংস্কার ও আসবাবপত্র ক্রয় অন্যতম কাজ ছিল।

১০.০ অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল ঃ

(লৰ টাকা)

Item of works (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for Deviation
		Financial	Physical (Quantity	Financial	Physical (Quantity)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কর্মচারীদের বেতন	জনবল	৫.২২	৮জন	৫.২২	---	---
ভাতাদি	থোক	৪.৬৬	---	৪.৬৬	---	---
স্থানীয় ভ্রমণ ভাতা	থোক	৩.৫০	---	০.৭৩	---	---
অতিরিক্ত কাজের ভাতা	থোক	০.২৫	---	---	---	---
টেলিফোন/ট্যালেক্স/টেলিপ্রিন্টার	সংখ্যা	০.২০	১টি	০.১০	১টি	---
ফ্যাক্স/ট্যালেক্স	সংখ্যা	০.৪০	১টি	০.১০	১টি	---
মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রকাশনা	সংখ্যা	২.০০	২টি	০.৯০	১টি	---
স্টেশনারী, সীল	থোক	১.২৫	---	১.০০	---	---
প্রচার ও বিজ্ঞপান	সংখ্যা	১.০০	২টি	০.৫৫	---	---
আপ্যায়ন	থোক	০.৫০	---	০.১৭	---	---
সম্মানী	থোক	৩.০৪	---	১.৫৩	---	---
অন্যান্য	থোক	১.৩৬	---	১.১৩	---	---
অন্যান্য মেরামত ও সংরৰণ	সংখ্যা	১৩৩.০০	৪২৪টি	১২৫.৫৫	৪১৯টি	৫টি চেক ফেরত এসেছে।
বই পুস্ৰক মঞ্জুরী	সংখ্যা	২৬৬.০০	৪২৪টি	২৫১.১০	৪১৯টি	৫টি চেক ফেরত এসেছে।
গাড়ী বাবদ মঞ্জুরী	সংখ্যা	৬.০০	১টি	৪.৭৮	১টি	---
আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৩৫.৫০	৪২৪টি	১২৭.১৫	৪১৯টি	৫টি চেক ফেরত এসেছে।
কম্পিউটার	সংখ্যা	৪.০০	৬টি	৩.৮২	৬টি	---
সর্বমোট :		৫৬৭.৮৮	--	৫২৮.৪৯*	---	---

* অব্যয়িত ১৬.৫১ লৰ টাকা বিধি মোতাবেক ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে

১১.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণ ঃ

৪২৪ টি বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান প্রদান করার কথা থাকলেও ৫টি বেসরকারি গ্রন্থাগারে এই অনুদান প্রদান করা যায়নি। ঐ পাঁচটি গ্রন্থাগারে যথাসময়ে চেক প্রদান করা হলেও গ্রন্থাগার পরিচালনা জন্য কমিটি গঠন, ব্যাংক হিসাব নং ভুল ইত্যাদি কারণে চেক জমা না হওয়ায় স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিস থেকে প্রকল্প অফিসে তা ফেরত আসে। ফেরত আসা অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন ঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন সাধান করা, জ্ঞানভিত্তিক ও সমৃদ্ধশালী উন্নত জাতি গঠন করা, পাঠক সৃষ্টির লৰ্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গ্রন্থ পাঠে উৎসাহিত করা। একটি দৰ মানব সম্পদ তৈরি করা। পাঠাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে পাঠকদের সেবা প্রদানের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা ও পাঠকদের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশে গড়াই হচ্ছে এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	দেশের ৪১৯টি বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহকে আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, মেরামত ও সংস্কার এবং বই ক্রয়ের জন্য প্রতিটিতে ১,২০,০০০/-(এক লৰ বিশ হাজার) টাকা হারে সহায়তা মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি গ্রন্থাগার সেবার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার ৰেত্রে জাতি সরাসরি উপকার পাচ্ছে।

১৩.০ উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণ ঃ

প্রযোজ্য নয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

এ বিভাগের উপ-পরিচালক কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় অনুদান প্রাপ্ত সাতক্ষীরা ও ঢাকার জেলার কয়েকটি বেসরকারি গ্রন্থাগার এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। নিম্নে প্রকল্প এলাকার পরিদর্শন বিবরণী উল্লেখ করা হলঃ

১৪.১ প্রকল্প অফিসঃ

প্রকল্প অফিস হতে জানা যায়, গণ গ্রন্থাগার কর্তৃক ২০১১ সালে দেশের সকল বেসরকারি গ্রন্থাগারের উপর একটি জরীপ কার্যক্রম হাতে নেয়। জরীপে ১০৬৭টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া যায়। জরীপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৩৮০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে অনুদান প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়। প্রকল্প গ্রহণের পর এই ৩৮০টি গ্রন্থাগারের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এর মধ্যে ৩১৭টি গ্রন্থাগার অনুদান গ্রহণের জন্য যথাযথভাবে আবেদন করে। অবশিষ্ট ৬৩টি গ্রন্থাগারের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বা তারা অনুদানের জন্য আবেদন করেনি। ফলে পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন করে ডিপিপির তালিকা থেকে এই ৬৩টি বাদ দিয়ে নতুন করে আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০৭টি গ্রন্থাগারকে অন্তর্ভুক্ত করে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২৪ এ। বেসরকারি গ্রন্থাগারকে অনুদান সহায়তা প্রদানের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুসারে একটি গ্রন্থাগারকে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদানের কথা বলা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ এবং প্রাপ্ত আবেদন ও বরাদ্দের প্রেক্ষিতে প্রতিটি লাইব্রেরীকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। ৩টি লাইব্রেরীকে বিশেষ বিবেচনায় সর্বোচ্চ ১,৪০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত অনুদানের মধ্যে ৫০% অর্থ দিয়ে বই এবং অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে অবকাঠামোসহ আসবাবপত্র ক্রয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। প্রকল্প অফিস থেকে আরও জানা যায়, ডিপিপি অনুসারে উপজেলা পর্যায়ের লাইব্রেরীর ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা সদরে অবস্থিত লাইব্রেরীসমূহের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সদর) কে আহবায়ক করে ৬ বা ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয়তা যাচাইপূর্বক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহন এবং জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে ৬ বা ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং এবং সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত ছিল।

প্রকল্পের আওতায় মোট ৪২৪টি গ্রন্থাগারকে অনুদানের চেক প্রদান করা হয়। ব্যাংক হিসাব ও ঠিকানা ভুল থাকায় ৫টি গ্রন্থাগারের চেক প্রকল্প অফিসে ফেরত আসে । ডিপিপির নির্দেশনা অনুসারে প্রাপ্ত অনুদান ব্যয় করার পর নীতিমালা অনুযায়ী ব্যয়ের স্বপক্ষে ব্যয় বিবরণী প্রকল্প অফিসে প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে দাখিল কারার বাধ্যবাধকতা ছিল। তবে, প্রকল্প অফিস থেকে জানা গেছে ৩২২টি গ্রন্থাগার থেকে এই হিসাব বিবরণী পাওয়া গেছে। বাঁকি ৯৭টি গ্রন্থাগারের বিল বিবরণী এখন অব্দি পাওয়া যায়নি।

১৪.২ সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, সাতক্ষীরাঃ

গত ১৭/১২/২০১৪ তারিখে সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শকালে লাইব্রেরীর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী সাতক্ষীরা সদরে পৌরসভা কর্তৃক অনুদান পাওয়া ৫ কাঠা জমির উপর দ্বিতল বিশিষ্ট ভবনের নীচতলায় অবস্থিত। ভবনটি খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯৬৯ সালে নির্মাণ করা হয়। ভবনের উপরের তলায় অডিটোরিয়াম অবস্থিত। অডিটোরিয়ামটি স্থানীয় পৌরসভা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বেসরকারি এই গ্রন্থাগারের মাত্র কয়েকশত গজ দূরেই সরকারি লাইব্রেরী অবস্থিত। প্রতিদিন বিকাল ৩.০০ হতে রাত ৮.০০ পর্যন্ত

শীতকালীন এবং বিকাল ৪.০০ হতে রাত ৯.০০ পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন সময়সূচী অনুযায়ী খোলা থাকে। প্রতি দুই বছরের জন্য গ্রন্থাগারটি পরিচালনার জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। পরিদর্শনের সময় কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক জনাব মোঃ আমিনুল হক সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিদিন গড়ে ১৫০-২০০ জন পাঠক পাঠিকা লাইব্রেরীতে আসেন। তবে মাহিলা পাঠকের সংখ্যা ২০ শতাংশের মত। বইয়ের বর্তমান সংগ্রহ প্রায় ৮ হাজার। প্রতিদিন ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকসহ ১০টি পত্রিকা রাখা হয়। নীচতলায় একটি বড় পাঠাগার রয়েছে। পরিদর্শনে এসব সংগ্রহ দেখা গেছে। লাইব্রেরী খোলার পূর্বেই পরিদর্শন কার্যক্রম চলায় পাঠক সংখ্যার উপস্থিতি দেখা যায়নি। তবে আশে পাশে দু'চারজন স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, লাইব্রেরী নিয়মিত খোলা হয় এবং পাঠক পাঠিকাও আসেন।

২০১২ সালের জুন মাসে অনুদানর চেক গ্রহণ করা হয়। অুনদানের পরিমান ছিল ১.২০ লক্ষ টাকা। এই অর্থ দিয়ে ৪৬৮ টি বই, একটি কাঠের আলমীরা, একটি কম্পিউটার টেবিল ও অফিস কক্ষের জন্য ৪টি চেয়ার ক্রয়, ভবনের কিছু দেওয়ালের প্লাস্টার করা, বাথরুমের ফিটিংস মেরামত ও ইলেক্ট্রিক ওয়ারিং এর কাজ করা হয়েছে। বই ক্রয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক নিয়ামাবলী/উন্নয়ন সহায়তা সদ্ব্যবহার নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, প্রাপ্ত অনুদানের ব্যয়ের হিসাব বিবরণী জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে জমা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসকেরর সভাপতিত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং সমন্বয় কমিটি কার্যকরী রয়েছে। গ্রন্থাগারের নিজস্ব উদ্যোগে গ্রন্থাগার চত্বরে 'ওয়াই ফাই' ইন্টারনেট সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ জানান, পাশাপাশি সরকারি লাইব্রেরী থাকা সত্বেও তাদের তাদের পাঠক সংখ্যা বেশী।

গ্রন্থাগারে বেতনভুক্ত ৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। ও প্রতিষ্ঠানের মাসিক খরচ অন্ততঃ ১২,০০০ টাকা। এ অর্থ মূলতঃ মেম্বারদের সাবস্ক্রিপশন এবং মাঝে মধ্যে সরকারি বিভিন্ন অনুদানে প্রাপ্ত অর্থ হতে বহন করা হয়ে থাকে। তবে, সরকারি অনুদান নিয়মিত না হওয়াতে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে বলে উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান। গ্রন্থাগারটি খোলামেলা জায়গায় অবস্থিত। এখানে পানি ও বাথরুমের ব্যবস্থা রয়েছে। ভবনের উপরে অডিটোরিয়ামের ব্যবহার সীমিত বলে জানা গেল। কর্মকর্তারা জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কোন এক সময়ের নীতিমালা অনুসারে এটি স্থানীয় পৌরসভা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তারা অডিটোরিয়ামের মালিকানা দাবী করেন। তারা আরো জানান, অডিটোরিরামটি তাদের নিয়ন্ত্রনে থাকলে এটি সংস্কার করে ভাড়া দিয়ে অর্জিত অর্থে তাদের গ্রন্থাগার পরিচালনার সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১৪.৩ সাভার পাবলিক লাইব্রেরী,সাভার ঢাকা

গত ০৮/০২/২০১৫ তারিখে সাভার পাবলিক লাইব্রেরী পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শকালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহকারী পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

সাভার থানার সামনে চাররাস্তার মোড়ে একতলা বিশিষ্ট এ লাইব্রেরীটি অবস্থিত। লাইব্রেরীটির একপাশে অধরচন্দ্র হাইস্কুল রয়েছে। লাইব্রেরীটির প্রতিষ্ঠাতা রাখাল চন্দ্র সাহা। এটি ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। কার্যকরী কমিটিতে সাভার উপজেলার ইউএনও জনাব কামরুল হাসান মোল্যা সভাপতি এবং জনাব মাসুদ চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক হিসাবে রয়েছেন। সকাল ৮.০০ টা হতে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত এটি খোলা থাকে বলে জানা যায়। তবে লাইব্রেরীটা পরিদর্শনের সময় কোন পাঠককে উপস্থিত দেখা যায়নি। আব্দুর রাজ্জাক নামে একজন কেয়ারটেকার উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, গড়ে প্রতিদিন ২০-২৫ জন পাঠক আসেন। লাইব্রেরীয়ান কিংবা কমিটির কোন সদস্যকে পাওয়া যায়নি। এখানে দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকাটি রাখা হয় বলে কেয়ার টেকার জানান। লাইব্রেরীতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা রয়েছে। পর্যাপ্ত বাতি ও ফ্যান লাগানো আছে। পাঠকদের পড়াশুনার জন্য গোল টেবিলের সংগে চেয়ার রয়েছে। একসাথে ২০-২৫ জন বসতে পারবে। ১১ টি আলমিরা ভর্তি বই রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১২০০০০.০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থ দিয়ে কোন কোন খাতে কি ব্যয় করা হয়েছে তা উপস্থিত জানা যায়নি। তবে প্রকল্প অফিসে প্রাপ্ত হিসাব বিবরণী থেকে দেখা যায়, নীতিমালা অনুসারে বই ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়েছে।

১৪.৪ সৃষ্টি পাঠাদ্যান, মিরপুর, ঢাকা

গত ০৮/০২/২০১৫ তারিখে এই লাইব্রেরীটা পরিদর্শন করা হয়। ঢাকার পল্লবীতে রুপনগর আবাসিক এলাকায় এই পাঠাগারটি অবস্থিত। ১৯ নং সড়কের চারতলা বিশিষ্ট ৫০ নং বাসার নীচতলায় ভাড়া করে লাইব্রেরীটা ২০০৩ সাল থেকে চালু রয়েছে। এ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা জনাব আশরাফুল আলম। লাইব্রেরীটা চালনার জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী পরিষদ রয়েছে। জানা যায়, লাইব্রেরীর স্থায়ী সদস্য ৫৫০ জন। সদস্যদের থেকে প্রাপ্ত চাঁদা দিয়ে লাইব্রেরীর খরচ মেটানো হয়। মাসিক বেতনভুক্ত একজন লাইব্রেরীয়ান ও একজন কেয়ারটেকার রয়েছেন বলে জানা যায়। এখানে প্রায় ৫৫০০টি বই রয়েছে। গড়ে ১৫-২০ জন পাঠক আসেন। সর্বোচ্চ ১৫-২০ জন পাঠকের বসার ব্যবস্থা আছে। তবে পরিদর্শনের সময় লাইব্রেরীর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা পাঠক কাউকে দেখা যায়নি। শুধু একজন

ভলান্টিয়ার কর্মকর্তাকে পাওয়া গেল। লাইব্রেরীর বাইরে একটি সাইন বোর্ড দেখা গেল। প্রকল্পের আওতায় ১২০০০০.০০ লক্ষ টাকা গ্রহন করা হয়েছে। সেই অর্থ দিয়ে নীতিমালা অনুসরণ করে একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার,ইন্টারনেট মডেম , কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার এবং মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ও অন্যান্য বই ক্রয় করেছেন। প্রকল্প অফিস থেকে জানা যায়, এ অর্থ ব্যয়ের হিসাবে দাখিল করা হয়নি। পরিদর্শনের সময় ক্রয়কৃত আইটেমগুলি ভাল অবস্থায় দেখা গেল।

১৪.৫ বার্ডো টকিং লাইব্রেরী, মিরপুর, ঢাকা

গত ০৮/০২/২০১৫ তারিখে এই লাইব্রেরীটা পরিদর্শন করা হয়। ঢাকার পল্লবীতে রুপনগর আবাসিক এলাকায় ৫ কাঠা নিজস্ব জায়গার উপর এই পাঠাগারটি অবস্থিত। এটি রুপনগর আবাসিক এলাকায় মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ সংলগ্ন দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি স্কুলের পাঠাগার । এ প্রতিষ্ঠানের ফাউন্ডার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী জনাব সাইদুল হক। পরিদর্শনে সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১ম শ্রেণি থেকে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত ২০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিক সুবিধা রয়েছে। এখানে সাধারণ লাইব্রেরীর পাশাপাশি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ধরণের (ব্রেইল) লাইব্রেরীও রয়েছে। মূলতঃ সাধারণ বই থেকে বিশেষ কম্পিউটার সফটওয়ারের মাধ্যমে ক্লাসের উপযোগী করে 'ব্রেইল' এ কনভার্ট করা হয়। এছাড়া এখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। কম্পিউটার প্রযুক্তিতে টকিং সিস্টেম (অডিও সাউন্ড) প্রয়োগ করে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীগণ টাইপ করে থাকেন। প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত অনুদান ব্যবহার করে বই, আলমিরাসহ অন্যান্য ফার্ণিচার এবং ব্রেইল পেপার ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প অফিসে এ অর্থ ব্যয়ের হিসাবে দাখিল করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ক্লাস, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং ব্রেইল বই কনভার্ট করার কার্যক্রম চলমান দেখা গেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি মূলতঃ সরকারি ও বেসরকারি অনুদানের মাধ্যমে চলে। মাসিক খরচের তুলনায় অনুদান কম পাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানটির ব্রেইল লাইব্রেরী একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে কম্পিউটার ও ব্রেইল স্লেট এর অভাব রয়েছে। এ জন্য সরকারি অনুদানের প্রয়োজন বলে জনাব সাইদুল হক উল্লেখ করেন।

১৪.৬ বন্ধন গ্রন্থাগার, কাফরুল, ঢাকা

গত ০৮/০২/২০১৫ তারিখে এই লাইব্রেরীটা পরিদর্শন করা হয়। কাফরুল থানার সন্নিকটে ১৪ নং গভঃ স্টাফ কোয়ার্টারের ভিতর বন্ধন গ্রন্থাগারটি অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি জায়গায় মিরপুর-১০ থেকে মিরপুর-১৪ প্রধান রাস্তার সংলগ্ন একটি সেমি পাকা ঘরে অবস্থিত। এখানে ছোট একটি অফিস কক্ষ ও একটি লাইব্রেরী কক্ষ রয়েছে। বাইরে একটি সাইনবোর্ড থাকলেও ভিতরে পাঠক-পাঠিকা কাউকে পাওয়া যায়নি। পাঠকদের বসার জন্য কোন টেবিল চেয়ার নাই। অল্প কিছু বই রাখা আছে যাতে দীর্ঘদিন হাতের ছোঁয়া পড়েনি বলে মনে হয়েছে। লাইব্রেরীতে কোন পত্রিকাও দেখা যায়নি। পরিদর্শনের সময় জনাব আক্তারুজ্জান, সহ-সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। সভাপতির নাম জনাব মাহবুবুর রোমান এবং সম্পাদক হিসাবে জনাব এবিএম শামসুর রহমান কমিটিতে রয়েছেন। তিনি জানান, প্রকল্পের আওতায় অনুদান পাওয়া গেছে প্রায় এক বছর আগে। তিনি আরও জানান, অফিস কক্ষ ও লাইব্রেরী কক্ষের মাঝে ছোট একটি থাই পার্টিশান এবং ঘরের ছাদের পুরাতন টিন পরিবর্তন করা হয়েছে। বই ক্রয়ের নীতিমালার জটিলতার কারণে অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে বই ক্রয় করা হয়নি। তবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহকারী পরিচালক জানান, নীতিমালার কারণে বই ক্রয় করা যায়নি এমন কোন রিপোর্ট তাদের নিকট নেই। জনাব আক্তারুজ্জামান বলেন, তারা খুব শীঘ্রই বই কিনে অধিদপ্তরকে বিল ভাউচার পৌঁছে দিবেন। নীতিমালা অনুসারে গঠিত কমিটি বা অন্যান্য রেজিস্টার সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া গেল না। অনুদানের জন্য এই লাইব্রেরীটা অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা পরবর্তীতে অনুদানের চেক হস্তান্তর করা কিংবা মনিটরিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়।

১৪.৭ অন্যান্যাঃ

ক) প্রকল্পের আওতায় ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের নথিপত্র দেখা হয়। আউটসোসিং এর মাধ্যমে ৪জন কর্মচারী নিয়োগ ও একটি মাইক্রোবাস ভাড়ার জন্য ওটিএম পদ্ধতি অবলম্বন, ৬টি কম্পিউটার ও ১টি ফটোকপিয়ার ক্রয়ের জন্য আরএফকিউ পদ্ধতি,প্রকল্প অফিসের জন্য চেয়ার ও টেবিল ক্রয়ের জন্য স্পট কোটেশন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত নথিপত্র হতে দেখা যায়, যথাবিহীত নিয়ম অনুসরণ করে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

খ) পিসিআর এর তথ্য মতে প্রকল্পটির ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিটিং এর ছকে কোন তথ্য দেওয়া হয়নি। শুধু 'প্রক্রিয়াধীন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

১৫.০ **সমস্যা ঃ**

১৫.১ লাইব্রেরী সিলেকশন/মনিটরিং কার্যক্রমে যথাযথ ক্রাইটেরিয়া অনুসরণের কিছু ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৫.২ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর প্রায় দেড় বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হলেও ৪২৪টির মধ্যে ৯৭টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সরকারি অনুদান ব্যবহারের স্বপক্ষে বিল ভাউচার জমা হয়নি।

১৫.৩ সাতক্ষীরা পাবলিক লাইব্রেরীতে নির্মিত অডিটোরিয়ামের মালিকানা পৌরসভার দায়িত্বে থাকায় তার সংস্কার ও ব্যবহার হচ্ছে না। ফলে এটি ব্যবহার করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে লাইব্রেরীটির নিয়মিত ব্যয় নির্বাহের সুযোগ ব্যহত হচ্ছে।

১৫.৪ লাইব্রেরীগুলি সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য মাসিক ব্যয় নির্বাহ করার মত অর্থের সংকট রয়েছে।

১৫.৫ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার দেড় বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হলেও অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়াটা সমীচিন নয়।

১৬.০। সুপারিশ ঃ

১৬.১ ভবিষ্যতে লাইব্রেরী নির্বাচনে বিদ্যমান ক্রাইটেরিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৬.২ দ্রুত ৯৭ টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সরকারি অনুদান ব্যবহারের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় বিল ভাউচার সংগ্রহ করে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

১৬.৩ সাতক্ষীরা পাবলিক লাইব্রেরীর উপর তলায় নির্মিত অডিটোরিয়ামের মালিকানা পৌরসভার নিকট থেকে লাইব্রেরীর নিকট হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহন করে লাইব্রেরীর নিয়মিত ব্যয় নির্বাহের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে।

১৬.৪ লাইব্রেরীতে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে যোগ্য লাইব্রেরীগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রণালয়েরে মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থের নিয়মিত সংস্থান করা যেতে পারে।

১৬.৫ প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে তদারকি করতে পারে।

১৬.৬ ভবিষ্যতে এ জাতীয় অনুদান কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় করা যেতে পারে ।

"ট্রেনিং এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর লংটার্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড বেস্ট প্রাকটিস কনজারভেশন ফর দি প্রিজারভেশন অব কালচারাল হেরিটেজ সাইট এন্ড ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ প্রোপারটিজ ইন বাংলাদেশ"

শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ফেব্রুয়ারী ২০১৩)

১। প্রকল্পের নাম : ট্রেনিং এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর লংটার্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড বেস্ট প্রাকটিস কনজারভেশন ফর দি প্রিজারভেশন অব কালচারাল হেরিটেজ সাইট এন্ড ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ প্রোপারটিজ ইন বাংলাদেশ

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের অবস্থান : পাহাড়পুর, নওগাঁ এবং ঢাকা।

৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সংশোধিত			
২৩০.৮৮ - ২৩০.৮৮	২৫৩.৮৮ - ২৫৩.৮৮	২১৩.৩৭ - ২১৩.৩৭	০১ আগস্ট, ২০১১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১২	০১ আগস্ট, ২০১১ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩	০১ আগস্ট, ২০১১ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩	-	২ মাস (১২%)

৬। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

৬.১। পটভূমিঃ

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চল নানান সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর সাক্ষী। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন নিদর্শন বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পাহাড়পুর ও বাগেরহাট প্রত্নস্থলকে বিশ্ব ঐতিহ্য (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক ও নানবিধ কারণে এই নির্দশনগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। পুরাকীর্তিগুলো সংস্কার ও সংরক্ষণ বিষয়ে দক্ষতা ও জ্ঞান পরিবর্ধন ও উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। এমতাবস্থায় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিশ্ব ঐতিহ্যগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সক্ষমতা (ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ) বাড়ানোর লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২। উদ্দেশ্যঃ

ক) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিশ্ব ঐতিহ্যগুলো (কালচারাল ও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সক্ষমতা (ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ) বাড়ানো,

খ) জাতীয় সংরক্ষণ ম্যানুয়েল আধুনিকায়ন এবং বাস্তবায়ন,

গ) সাইট ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল সমন্বিত ও উন্নয়ন করা,

ঘ) কনজারভেশন বিষয়ে কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করা,

ঙ) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিশ্ব ঐতিহ্যগুলো (কালচারাল ও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা।

৬.৩। **প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যঃ**

(ক) প্রকল্পটি মোট ২৩০.৮৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আগস্ট, ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৫/০৮/২০১১ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(খ) গত ২৫/০২/২০১৩ তারিখে আগস্ট, ২০১১ হতে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ মেয়াদে ২৫৩.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়।

৭। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে- পরামর্শক সেবা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন, প্রাচীন স্থাপনা সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম স্থাপন ইত্যাদি।

৮। **প্রকল্প পরিচলক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদ কাল	
		শুরু	শেষ
১।	জনাব মো. শফিকুল আলম, মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	০১/০৯/২০১১	২১/০৬/২০১২
২।	মিজ. শিরীন আখতার, মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	২১/০৬/২০১২	২৮/০২/২০১৩

৯। **প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী সংস্থান এবং অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি সংস্থান ও লক্ষ্যমাত্রা			মোট ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০১১-১২	৭৯.৮৮	-	৭৯.৮৮	৭৯.৮৮	-	৭৯.৮৮
২০১২-১৩	১৭৪.০০	-	১৭৪.০০	১৩৩.৪৯	-	১৩৩.৪৯
মোট	২৫৩.৮৮	-	২৫৩.৮৮	২১৩.৩৭*	-	২১৩.৩৭ (৮৪.০৪%)

* প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ যথানিয়মে ইউনেস্কোকে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

১০। **প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):**

Economic Code	Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per RTPP)		Actual Progress	
			Financial	Physical (Quantity)	Financial [%]	Physical (Quantity) (%)
	1	2	3	4	5	6
4700	Other Allowances:					
4795	Allowance for Project Director	16mm	01.21 ($1535)	16mm	01.21 ($1535) [100%]	16 mm (100%)
4795	Allowance for Deputy Project Director	16mm	0.52 ($642)	16mm	0.52 ($642) [100%]	16 mm (100%)
4800	Supplies and services:					
4840	Training /meeting	4	28.30 ($35742)	4	28.39 ($35742) [100%]	4 (100%)

Economic Code	Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per RTPP)		Actual Progress	
			Financial	Physical (Quantity)	Financial [%]	Physical (Quantity) (%)
	1	2	3	4	5	6
4846	Travel (8 times) (For International Experts)	LS	15.59 ($19600)	LS	04.27 ($5370) [27.38%]	LS
4874	Consultants *(International: 7 MM & National: 5 MM)*	12 mm	84.10 ($107600)	12 mm	62.34 ($78388) [74.12%]	12 mm (100%)
4895	Workshop related other activities	LS	06.26 ($7823)	LS	06.26 ($7823) [100%]	LS
4899	Miscellaneous	LS	11.93 ($15244)	LS	04.62 ($5806) [38.73%]	LS
6681	Administrative and Support cost of UNESCO Dhaka & Paris	LS	45.22 ($56814)	LS	45.01 ($56543) [99.5%]	LS
6800	Equipments and field works	LS	60.75 ($75000)	LS	60.75 {$74950= $58835 (UNESCO) + $16115 (DoA) } [100%]	LS
	Total		253.88 ($320000)	100%	213.37 ($266799) [84.04%]	100%

১১। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ**

পিসিআর ও পরিদর্শন কালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১২। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিবরণঃ**

১২.১ **প্রশিক্ষণঃ** প্রশিক্ষণ খাতে ২৮.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৮.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে । টিপিপি অনুযায়ী ঢাকায় ৩টি ও নওগাঁর পাহাড়পুরে ১টি মোট ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালিত হয়েছে।

১২.২ **পরামর্শক সেবাঃ** পরামর্শক সেবা খাতে ৮৪.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬২.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪ জন আর্ন্তজাতিক ও ৪ জন দেশীয় পরামর্শকের কাছ থেকে যথাক্রমে ৭ জন মাস এবং ৫ জন মাস ভিত্তিতে পরামর্শক সেবা গ্রহণ করা হয়েছে।

১২.৩ **যন্ত্রপাতি ও ফিল্ডওয়ার্কঃ** যন্ত্রপাতি ও ফিল্ডওয়ার্ক খাতে ৬০.৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার সাহায্যে কম্পিউটার, সার্ভার, ক্যামেরা, স্ক্যানার, প্রিন্টার, স্পিকার, ফটোকপিয়ার, ক্যামিক্যাল ল্যাবের যন্ত্রপাতি, কিছু আসবাবপত্র এবং স্টেশনারী দ্রব্যাদি কেনা হয়েছে এবং পরিকল্পনানুযায়ী ফিল্ডওয়ার্ক করা হয়েছে।

১২.৪ এছাড়া প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালকের ভাতা, আর্ন্তজাতিক পরামর্শকদের ভ্রমণ ব্যয়, কর্মশালা সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়, ইউনেস্কো ঢাকা ও প্যারিসের প্রশাসনিক ও সহায়তা ব্যয়, বিবিধ প্রভৃতি খাতে সংস্থান অনুযায়ী অর্থ ব্যয়িত হয়েছে।

১৩। **ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যঃ**

এই কারিগরী সহায়তা প্রকল্পে বড় ধরনের কোন ক্রয় কার্যক্রম ছিলনা। তবে কিছু যন্ত্রপাতি যথাঃ কম্পিউটার, সার্ভার, ক্যামেরা, স্ক্যানার, প্রিন্টার, স্পিকার, ফটোকপিয়ার, ক্যামিক্যাল ল্যাবের যন্ত্রপাতি, কিছু আসবাবপত্র এবং স্টেশনারী দ্রব্যাদি কেনা হয়েছে। সকল ক্রয় কার্যক্রম ইউএন এর নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

১৪। **পরিদর্শন বর্ণনাঃ**

"ট্রেনিং এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর লংটার্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড বেস্ট প্রাকটিস কনজারভেশন ফর দি প্রিজারভেশন অব কালচারাল হেরিটেজ সাইট এন্ড ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ প্রোপারটিজ ইন বাংলাদেশ'' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে গত ২০/১০/২০১৪ তারিখে প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক জানান, এই কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি কার্যকর পদ্ধতিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও বিশ্ব ঐতিহ্যগুলো সংরক্ষণের জন্য সীমিত সম্পদ ও লোকবল নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এবিষয়ে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত কৌশল ও দক্ষতার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া ও বাংলাদেশে এসব চালু করার জন্যই মূলত এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। চারটি প্রশিক্ষণের মধ্যে তিনটি ঢাকায় এবং একটি নওগাঁতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মশালাগুলো যথেষ্ট প্রাণবন্ত ও অংশগ্রহনমূলক হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের সাথে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তারা জানান যে- কর্মশালাগুলো খুবই ভাল ছিল, এর মাধ্যমে আমরা অনেক বিষয় জানতে পেরেছি, যা আমাদের কাজে লাগবে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশে প্রচলিত অত্যাধুনিক প্র্যাকটিস ও টেকনোলজির ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এছাড়া সাইট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টেকনিক ও ম্যানুয়েল সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এতদসংক্রান্ত ম্যানুয়েল তৈরির ক্ষেত্রে আমরা প্রশিক্ষিত হয়েছি এবং দ্রুতই সাইট ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হবে।

আলোক চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত কর্মশালার চিত্র

এই প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় সংরক্ষণ ম্যানুয়েল আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে বড় ধরণের অগ্রগতি হয়েছে। প্রকল্পের কর্মশালাগুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীরা প্রশিক্ষিত হয়েছেন এবং এই অধিদপ্তরের বিদ্যমান কর্মপদ্ধতিটি সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। সংশোধিত কর্মপদ্ধতিটি (কোড অব ওয়ার্কস) অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলোকচিত্রঃ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও মাঠকর্মের চিত্র

অধিদপ্তরের সক্ষমতার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা সৃজন ও পরিবর্ধনের জন্য চারজন আর্ন্তজাতিক ও চারজন দেশীয় পরামর্শকের কাছ থেকে যথাক্রমে ৭ জনমাস এবং ৫ জনমাস ভিত্তিতে পরামর্শক সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। পরামর্শকগণ সাংস্কৃতিক ও বিশ্ব ঐতিহ্যসমূহের ঐতিহাসিক মূল্য, ভৌগলিক অবস্থান ও পরিকল্পনা, ইট সংরক্ষণ, সাইট সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের টেকনিক এবং এবিষয়ে করণীয় সম্পর্কে তাঁদের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করেছেন। সাইট ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল এবং জাতীয় সংরক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও জ্ঞান প্রদান করেছেন। পরামর্শকগণ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও বিশ্ব ঐতিহ্যসমূহ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবনা করেছেন।

১৫। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

উদ্দেশ্যে	অর্জন
বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিশ্ব ঐতিহ্যগুলো (কালচারাল ও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়ানো,	ল্যাবরেটরীর জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়, ফিল্ডওয়ার্ক, ট্রেনিং ও কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি - প্রভৃতি কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে।
জাতীয় সংরক্ষণ ম্যানুয়েল আধুনিকায়ন এবং বাস্তবায়ন,	অধিদপ্তরের বিদ্যমান কর্মপদ্ধতিটি সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। সংশোধিত কর্মপদ্ধতিটি (কোড অব ওয়ার্কস) অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কোড অব ওয়ার্কস টিতে জাতীয় সংরক্ষণ ম্যানুয়েল সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অর্ন্তভুক্ত আছে - যা অনুমোদিত হলে এই উদ্দেশ্য অর্জিত হবে মর্মে মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক জানান।
সাইট ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল সমন্বিত ও উন্নয়ন করা,	কোড অব ওয়ার্কসটিতে সাইট ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অর্ন্তভুক্ত রয়েছে -যা অনুমোদিত হলে এই উদ্দেশ্য অর্জিত হবে মর্মে মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক জানান।
কনজারভেশন বিষয়ে কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করা,	ল্যাবরেটরীর জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়, প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে কারিগরী সহযোগিতা পাওয়া গেছে।
সাংস্কৃতিক ও বিশ্ব ঐতিহ্যগুলো সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা।	সাংস্কৃতিক ও বিশ্ব ঐতিহ্যগুলো সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের জন্য ৫ টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৫.১। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ**

সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে জাতীয় সংরক্ষণ ম্যানুয়েল আধুনিকায়ন ও সাইট ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল সমন্বিত ও উন্নয়ন করার বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছে ।

১৬। পর্যবেক্ষণ/সমস্যাঃ

১৬.১ এই প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় সংরক্ষণ ম্যানুয়েল আধুনিকায়ন ও বাস্তবায়ন এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল সমন্বিত ও উন্নত করার কথা বলা হয়েছে। এবিষয়ে পরামর্শকগণ প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ তাঁদের রিপোর্ট প্রদান করেছেন যা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ফলে ম্যানুয়্যাল চূড়ান্তকরণের বিষয়টি বিলম্বিত হচ্ছে। তবে সংশ্লিষ্টদের এবিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৬.২ প্রকল্পের পিসিআর ও প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই প্রকল্পের ইন্টার্নাল ও এক্সর্টারনাল কোন প্রকার অডিট করা হয়নি।

১৭। **সুপারিশঃ**

১৭.১ জাতীয় সংরক্ষণ ম্যানুয়েল আধুনিকায়ন ও বাস্তবায়ন এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল সমন্বিত ও উন্নত করার কাজটি সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা সে বিষয়টি নিরীক্ষা করে মন্ত্রণালয় দ্রুত তা অনুমোদনের ব্যবস্থা নিয়ে আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

১৭.২ জাতীয় সংরক্ষণ ম্যানুয়েল এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল অনুমোদিত হলে তা সংস্থা কর্তৃক যথাযথভাবে প্রতিপালন/অনুসরণ করতে হবে।

১৭.৩ প্রকল্পটির দ্রুত অডিট (FAPAD এর অডিট) সম্পন্ন করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে ।